সিলেটের মনোয়ার হোসেন মনিরকে র‍্যাব ধরে নিয়ে যাওয়ার পর নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২:৩০ টায় সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার গিলাতলা গ্রামের আব্দুস সাত্তার ও মনোয়ারা বেগমের ছেলে জাতীয় যুব সংহতি (জেপি) সিলেট জেলা শাখার সদস্য সচিব মনোয়ার হোসেন মনিরকে (৩০) র‍্যাব-৯ ধরে নিয়ে নির্যাতন করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

সুনামগঞ্জের পারভীন বেগম জানান, মনির তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ভুয়া র‍্যাব সেজে তাঁকে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত করে। একইসঙ্গে তাঁকে মাদক ব্যবসার মামলা থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সেজন্য তাঁর কাছে তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পারভীন বেগম মনিরের বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা দায়ের করলে র‍্যাব-৯ এর সদস্যরা মনিরকে সিলেটের সোবহানী ঘাট, বিশ্বরোড, মেন্দিবাগ এলাকার যাত্রীবাহী বাস ইউনিক এর কাউন্টার থেকে আটক করে নিয়ে যায়। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে তাঁর পরিবার জানায়।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে–

- মনিরের আত্মীয়-স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মনোয়ার হোসেন মনির

আবদুস সাত্তার (৬৫), মনিরের পিতা

আবদুস সাত্তার অধিকারকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১:০০ টায় মনির বাসা থেকে বের হয়ে যায়। সোবহানী ঘাট এলাকা থেকে মনিরকে র‍্যাব ধরে নিয়ে যাওয়ার তিন দিন

পর তিনি খোঁজ পান । সুনামগঞ্জের ছাতক থানায় মনির আছে এই খবর জানতে পেয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে সকাল ১১ টায় তিনি সেখানে গিয়ে মনিরের খোঁজ করেন। তিনি জানতে পারেন মনির সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে আছে। তখন তিনি সেখানে গিয়ে মনিরের সঙ্গে দেখা করেন। মনির র‍্যাবের নির্যাতনের ঘটনা তাঁকে জানান। মনির বলেন, পারভীন ও তাঁর স্বামী কাইউমের মাঝে বিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি মধ্যস্থতা করতে সোবহানী ঘাটে যান। অথচ পারভীন মনিরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। যার ফলে র‍্যাব মনিরকে তুলে নিয়ে যায়। আবদুস সাত্তার দাবী করেন, তাঁর ছেলে নিরপরাধ এবং পারভীনের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি আরও বলেন, র‍্যাব সদস্যরা মনিরের কাছ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে তার ওপর নির্যাতন করে ।

মনোয়ারা বেগম (৫০), মনিরের মা

মনোয়ারা বেগম অধিকারকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১০ঃ০০ টায় মনির বাসা থেকে বের হয়ে যায়। তিনি তাঁর স্বামী ও আরেক ছেলে আলতাফের কাছ থেকে জানতে পারেন মনির থানায় আছে। এর দুইদিন পরে জানেন যে, তাঁর ছেলে মনিরকে ওসমানী মেডিকেলে অসুস্থ অবস্থায় নেয়া হয়েছে। মনিরের অসুস্থতার কথা জানতে পেরে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ আনুমানিক রাত ১০ টায় তিনি তাঁর আরেক ছেলে আলতাফ ও এলাকার সাবেক ইউপি মেম্বার সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। হাসপাতালে গিয়ে দেখেন ১৪ সেপ্টেম্বর বাসা থেকে বের হবার সময়ে মনিরের গায়ে যে শার্ট ছিল তার বদলে অন্য একটি টি শার্ট পড়া অবস্থায় হাসপাতালের মেঝেতে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। তাকে হাসপাতালের কোন বিছানাও দেয়া হয়নি। ওই সময়ে মনির ঘনঘন বমি করতে থাকে। তিনি মনির এর বমির সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে দেখেন এবং তীব্র শারীরিক যন্ত্রনায় মনির তখন চিৎকার করছিল। সেখানে উপস্থিত কারা পুলিশ তাঁকে মনিরের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে দেয়নি এবং তাঁকে তাঁর ছেলের কাছ থেকে দুরে অবস্থান করার জন্য বলে। তিনি মনিরের কাছে গেলে পুলিশ তাঁকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। অসুস্থ মনিরকে টয়লেটে পায়খানা-প্রশ্রাব করাতে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় শুধু পুলিশ তাঁকে কাছে আসার অনুমতি দেয়। এই সময় মনির তাঁকে র‍্যাব সদস্যদের নির্যাতনের ঘটনা জানায়।

তিনি বলেন, মনিরের বুকে, পেটে, কোমরে র‍্যাব বুটের আঘাত করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে বুট দিয়ে মাড়িয়ে দেয়, তিনি মনিরের পায়ের পাতা থেকে শুরু করে কোমরের দুই পাশে এবং বুক ও পেটের চারপাশসহ গোটা শরীরে কালো দাগ দেখেন। মনির অনেক অসুস্থ ছিল এবং সে ঘনঘন বমি করছিল ও তাঁর প্রশ্রাবের সঙ্গে রক্ত ঝরছিল। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ রাত তিনটার সময়ে মনিরের অক্সিজেন ও স্যালাইন খুলে ফেলা হয়। পুলিশ তখন তাঁকে ডেকে নিয়ে বলে তুমি বাড়িতে ফোন দাও, তোমার ছেলে মারা গেছে।

মিঠুন আহম্মেদ (২২), মনিরের সঙ্গে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শী

মিঠুন আহম্মেদ অধিকারকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ বিকাল আনুমানিক ৩ টা থেকে ৩:৩০ টায় রেডিও ষ্টেশন এলাকা থেকে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। সিলেটের মুন্সীপাড়ার

বাসিন্দা মোঃ শফিক মিয়া ও মঞ্জুরা বেগমের ছেলে মিঠুন আহম্মেদ র‍্যাব এর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চারতলায় ২ নং ওয়ার্ডের ১৭ নং বেডে চিকিৎসাধীন আছেন। র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে ও মনিরকে একইসঙ্গে খুব মারধর করে। তিনি আরও জানান র‍্যাবের নির্যাতনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কথা বলতে গেলে তাঁর বুকে ব্যথা অনুভব করছেন। মনির ও তাঁর ওপর র‍্যাবের নির্যাতনের ব্যাপারে তিনি সুস্থ হয়ে বিস্তারিত জানাবেন বলে বলেন। এই সময়ে তাঁর মা তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর মা'র সঙ্গে কথা বলতে বলেন।

মঞ্জুরা বেগম (৫০), মিঠুনের মা

মিঠুনের মা মঞ্জুরা বেগম অধিকারকে জানান, গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ আনুমানিক বিকাল ৩: ৩০ টায় মিঠুনকে রেডিও ষ্টেশনের সামনে থেকে র‍্যাব সদস্যরা আটক করে। তাঁর ছেলে মিঠুনের বিরুদ্ধে কোন মামলা বা জিডি নেই বলে তিনি জানান। লন্ডন প্রবাসী রিয়াজউদ্দিন ও তাঁর স্বামীর সৎ ভাই মানিক সিলেটের মুন্সিপাড়ায় তাঁদের বাড়ির পূর্বদিকে দশ শতাংশ জায়গা কেনার প্রস্তাব দেয়। জমি বিক্রি না করায় তাঁর স্বামী শফিক মিয়া ও ছেলে মিঠুনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয় এবং পাঁচ লক্ষ টাকা র‍্যাবকে ঘুষ দেয়ার কথা বলে মিঠুনকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। পরদিন ১৪ সেপ্টেম্বর র‍্যাব সদস্যরা মিঠুনকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে বলে তিনি জানান। মানিকসহ অন্যান্যরা তাঁর স্বামী শফিক মিয়াকেও কুপিয়ে আহত করে। ফলে তাঁর স্বামীকে ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে বলে জানান। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে কোতওয়ালী থানা থেকে তাঁকে ফোন করে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি মিঠুনের মা কি না? তিনি মিঠুনের মা বলে নিজের পরিচয় দেন। সে সময়ে মিঠুন থানায় আছে বলে তাঁকে জানানো হয়। থানায় গিয়ে তিনি তাঁর ছেলেকে অসুস্থ অবস্থায় লাশের মত শুয়ে থাকতে দেখেন এবং এক পর্যায়ে থানা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে চিকিৎসার জন্য ওসমানী হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ছেলে মিঠুনের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসে মনিরকে তিনি অসুস্থাবস্থায় দেখেন। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন মিঠুনের সঙ্গে মনিরকেও ধরা হয় এবং পরে তাঁর মৃত্যু সংবাদ শোনেন বলে জানান।

মাহবুবুর রহমান (৩২), সেলস এক্সিকিউটিভ, ইউনিক পরিবহন, প্রত্যক্ষদর্শী

মাহবুবুর রহমান অধিকারকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২:০০ টা থেকে ২:৩০ টার দিকে একটি সাদা মাইক্রোবাস ইউনিক কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ায়। ৪/৫ জন অস্ত্রধারী লোক মাইক্রোবাস থেকে নেমে মনিরকে ডাকে। তিনি দেখতে পান লোকগুলো মনিরকে ডেকে নিয়ে যেন কি বলছে। একটু পরেই ওই লোকগুলো মনিরকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায়। মাইক্রোবাসে ঢোকার সময়ে মনিরের সঙ্গে ওই লোকগুলোর কোন কথাকাটাকাটি কিংবা ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেনি বলে তিনি জানান।

মোঃ ইকবাল (৩৫), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ ইকবাল অধিকারকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২ টায় অস্ত্র হাতে ৪/৫ জন লোক এসে তাঁদের থাই এলুমিনিয়ামের দোকান থাইকন এর সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি দেখতে পান লোকগুলো মাইক্রোবাস থেকে নেমেই একজন লোকের সঙ্গে কথা বলে এবং তাকে নিয়ে

মাইক্রোবাসে উঠে চলে যায়। লোকগুলো চলে যাওয়ার পরে তিনি জেনেছেন র‍্যাব-৯ এর সদস্যরা একজন লোককে ধরে নিয়ে গেছে।

মোঃ মোবারক (৩৫), চায়ের দোকানের মালিক, প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ মোবারক অধিকারকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২ টায় একটি সাদা রংয়ের মাইক্রোবাস ইউনিক কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ায়, তিনি তখন দোকানেই বসে ছিলেন এবং পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন বলে জানান। তিনি বলেন, মাইক্রোবাস থেকে নেমে লোকগুলো নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দেয়। এরপর তিনি দেখতে পান র‍্যাব সদস্যরা মনিরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে সে কি করে, কোথায় থাকে? তখন মনির নিজের পরিচয় দেন। একটু পরেই র‍্যাব সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, ওর সঙ্গে এত কথা কিসের? ওকে মাইক্রোবাসে তোল। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই র‍্যাব সদস্যরা মনিরকে মাইক্রোবাসে ঢুকতে বলে। মনির কোন উচ্চবাচ্য না করে শান্তভাবে মাইক্রোবাসে গিয়ে ওঠে। মাইক্রোবাসের ভেতরে মনিরের সিটে দুইপাশে দুইজন র‍্যাব সদস্য বসে । সে সময়ে তিনি আরও দেখেন যে, মনির মাইক্রোবাসের ভেতর থেকে ইউনিক কাউন্টারের ইনচার্জ আবদুল্লাহকে ডাক দেয় এবং র‍্যাব সদস্যদের সঙ্গে আবদুল্লাহকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ইউনিক কাউন্টারের ইনচার্জ আবদুল্লাহ তখন এগিয়ে না যেয়ে কাউন্টারের গেটে দাঁড়িয়ে মনিরকে র‍্যাব সদস্যদের ধরে নিয়ে যেতে দেখেন।

আবদুল্লাহ, ইউনিক বাস কাউন্টারের টিকেট বিক্রেতা ও প্রত্যক্ষদর্শী

মনিরকে র‍্যাব-৯ এর সদস্যরা ধরে নিয়ে যাওয়ার সময়ে আরও একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইউনিক কাউন্টারের ইনচার্য আব্দুল্লাহ। আবদুল্লাহর সঙ্গে (মোবাইল নম্বরঃ ০১১৯৫০৭৮৮৭৪) এ বিষয়ে জানার জন্য ফোন করা হয় কিন্তু তিনি তাঁর ব্যস্ততার কথা বলে একঘন্টা পরে তাঁকে ফোন দেয়ার জন্য বলেন।পরবর্তীতে তাঁর ফোনে আর যোগাযোগ করা যায়নি এবং মনিরকে র‍্যাব-৯ এর সদস্যরা ধরে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকেও কিছু জানা যায়নি। সোবহানীঘাটের ইউনিক কাউন্টারে উপস্থিত হয়েও তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি।

আবদুল লতিফ, বহরপশ্চিম জামে মসজিদের ইমাম, মনিরের গোসলদানকারী

আবদুল লতিফ অধিকারকে জানান, মনিরের গোসল সম্পন্ন করার সময় তিনি মনিরের বাহুতে কাটা দাগ দেখতে পান। বুকে, পিঠে, পেটে, কোমরে, পায়ের পাতায় কালো চিহ্ন দেখতে পান এবং সমস্ত শরীরেই তিনি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান বলে জানান।

পারভীন বেগম, মনিরের বিরুদ্ধে মামলার বাদী

পারভীন বেগম অধিকারকে জানায়, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১২ টায় দিকে মনির তাঁর বাড়িতে যান এবং মনির নিজেকে র‍্যাব সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে মাদক ব্যাবসার সঙ্গে পারভীন জড়িত বলে অভিযুক্ত করেন। মনির তাঁকে আরও বলেন যে, মাদক ব্যবসা করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছে তা থেকে মনির তাঁকে রক্ষা করবেন। এ কাজের বিনিময়ে সে সময়ে মনির তাঁর কাছে ৩ লক্ষ টাকা দাবি করেন। মনির তাঁকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ সোবহানী ঘাটে

কাউকে সঙ্গে না নিয়েই ওই ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে আসার জন্য বলেন। পারভীন এই পরিপ্রেক্ষিতে মনিরের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করেন।

ডাঃ মোঃ আবুল মনসুর, ফরেনসিক বিভাগ, সহকারি অধ্যাপক, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ডাঃ মোঃ আবুল মনসুর অধিকারকে জানান, ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি মনিরের পোষ্ট মোর্টেম সম্পন্ন করেন। সুরতহাল রিপোর্ট কবে কখন পাওয়া যাবে তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি। মনিরের ময়নাতদন্তের সময়ে তাঁর সঙ্গে ডাঃ আবদুল হাই মিনার ও ডাঃ সাদেকুল ইসলাম ছিলেন বলে জানান। সাপোর্টিং প্যাথলজি নেয়ার পরে মনিরের মৃত্যুর কারণ বিষয়ে নিশ্চিত হবেন বলে জানান। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে তিনি অপরাগতা জানান।

সর্বোত্তম দেওয়ান, ডেপুটি জেলার, সিলেট কারাগার

সর্বোত্তম দেওয়ান অধিকারকে জানান, ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় সুনামগঞ্জ কারাগার থেকে সিলেট মেডিকেলে মনিরকে পাঠানো হয়। সিলেট মেডিকেল থেকে তাকে সিলেট কারাগারে পাঠানো হয়। জেল সার্জন ডাঃ মিজানুর রহমান কর্মস্থলে না থাকায় তিনি মনিরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারেননি। ফার্মাসিষ্ট আবুল কালাম আজাদ ও নার্স শফিউল আজম তাঁর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁরা তাৎক্ষনিকভাবে মনিরকে আবার সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন।

তিনি আরও বলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, তাঁকে মারধর করার কারণেই সে অসুস্থ হয়েছে। তিনি মনিরের শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পান বলে জানান। সুনামগঞ্জ কারাগারে মনিরের হাজতি নং ২৩৩৪/১১ এবং সিলেট কারাগারে তাঁর কারাগার হাজতি নং ৫৮২৯/১১।

এএসআই কামাল উদ্দিন, ছাতক থানা, সুনামগঞ্জ

এএসআই কামাল উদ্দিন অধিকারকে জানান, ১৫ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ৮ : ৩০ টায় র‍্যাব-৯ এর সদস্যরা মনিরকে ছাতক থানায় হস্তান্তর করে। থানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিরকে গ্রহণ সংক্রান্ত জিডি নং-৬০৫। পরদিন তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। ছাতক থানায় মনিরের বিরুদ্ধে মামলা নং- ২২, তারিখ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১। মামলা রেকর্ড করা হয় রাত ৮ঃ ৩০ টায়। মামলার বাদী পারভীন বেগম, পিতা মৃত শামসুল ইসলাম, সাং লক্ষ্মী বাউর, ছাতক, সুনামগঞ্জ অভিযোগ করে যে, র‍্যাব পরিচয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে পারভীন বেগমের কাছে মনির ৩ লক্ষ টাকা দাবি করে এবং মনিরের বিরুদ্ধে মামলার ধারা ১৭০/৩৮৫ বলে জানান। মামলাটির তদন্তকারি কর্মকর্তা হিসেবে ছাতক থানার এস আই মাসুক মিয়াকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

মোঃ ফজলে শাহীন হক, স্কোয়াড্রন লিডার, র‍্যাব-৯, সিলেট

মোঃ ফজলে শাহীন হক অধিকারকে জানান, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ মনিরকে আনুমানিক দুপুর ২ঃ ০০ টায় সোবহানীঘাট এলাকা থেকে আটক করা হয়। পরেরদিন ফরোয়ার্ডিং দিয়ে থানায় পৌঁছে দেয়া

হয়। তিনি র‍্যাব-৯ এর সদস্য দ্বারা মনিরের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, থানায় তাঁকে সুস্থ অবস্থায় পৌঁছানো হয়। তিনি জানান, পারভীন বেগম নামে এক মহিলাকে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা বলে র‍্যাব পরিচয়ে মনির ভয়ভীতি দেখায় এবং সোবহানী ঘাটের ইউনিক কাউন্টারের কাছে এসে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে যাওয়ার জন্য বলে। এ ছাড়া পারভীনের মোবাইলে ক্ষুদ্রবার্তা (এস এমএস) দিয়ে মনির ৩ লক্ষ টাকা দিতে বলে। মনিরের ব্যাপারে পারভীন র‍্যাব কর্তৃপক্ষকে জানান। ১৪ তারিখ রাতে পারভীনকে টাকা নিয়ে মনির সোবহানী ঘাটে আসার জন্য বলে। সেখানে র‍্যাবের টহলরত দল তাঁকে আটক করে। পারভীনের অভিযোগের কারণে র‍্যাব সদস্যরা মনিরকে গ্রেফতার করে কিন্তু তাঁকে কোনরকম নির্যাতন করা হয়নি। গ্রেফতারের সময়ে মনির নিজেকে বাঁচানোর জন্যই হয়তো ধস্তাধস্তি করে পড়ে গিয়ে সামান্য আঘাত পেতে পারে বলে তিনি জানান। ফজলে শাহীন হক আরো বলেন, র‍্যাব সদস্যরা নির্যাতন করে মনিরকে আহত করলে পুলিশ তাঁকে হাজতে ঢুকাতো না। ম্যাজিস্ট্রেট যদি তাঁকে আহত দেখতো তাহলে হাসপাতালে পাঠাতো। সে সুস্থ ছিল এবং থানায় গিয়ে কোর্টে গিয়েছে, তারপর জেল হাজতে যায়। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনির চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে ছিল। সেখানে ৪/৫ দিন সে সুস্থ ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ র‍্যাব-৯ কর্তৃক একই সময়ে মনিরের সঙ্গে গ্রেফতারকৃত ও সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মিঠুন সম্পর্কে তিনি জানান, মিঠুনের নামে ৭/৮ টি মামলা রয়েছে। এলাকায় বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গেও মিঠুন জড়িত ।

অধিকার মনিরের মৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-